পাঁঠা ও চারাগাছের সম্পর্ক

স্বরাজ চক্রবর্ত্তী

বলতে পারেন পাঁঠাকে পাঁঠা নাম দিল কোন পাঁঠা ? কেনই বা নাম হল পাঁঠা । অনেকদিন আগে আমার এক মাষ্টারমশাই বলেছিলেন ওরে পাঁঠা তোর দ্বারা কিস্যু হবে না । কিস্যু হয়েছে কিনা বলতে পারবো না তবে পাঁঠা শব্দটা কি রকম ভাবে যেন জীবনে মিশে গেল ।

পাঁঠাকে পাঁঠা বলার একটা কারন পেলাম যে কসাইখানার সামনে তারই কোন বন্ধুস্থানীয় সমগোত্রীয় সমজাতীয় ভিন্ন বর্নের কোন পাঁঠাকে যখন কাটা হয় তখনও সে নির্বিচারে ছোলা খেতে থাকে । তা এতে পাঁঠার পাঁঠাত্ব্য কতটা প্রমানিত তা নিয়ে সংশয় আছে । কারন যারা সেনা বাহিনীতে নাম কামাতে যাচ্ছে তাদের অবস্থাও তো একই । কাল কিসনে দেখা বলে কালের ময়দানে ফুটবল খেলবে বলে মেশিনগান হতে ঝাপ দেওয়া- হিরোইজম না পাঁঠাইজম ।

যাকগে সরকার সত্য কথাটা শুনে রাগ করতে পারে । দেশোদ্রোহীতা করছে । দেশ বাঁচানোর লড়াইকে শান্ত করতে চাইছে । আমি বলবো শান্ত চাই না আমরা এখন স্বাধীনচেতা নারীস্বাধীনতাবাদী লোক তাই শান্তি চাই । আছে আপনার বাড়িতে শান্তি ? যদি থাকে তাহলে দেশটাকে এবার শান্তির কাছে ছেড়ে দিয়ে আসুন কারন শান্তি এদেশে ভয়ে আসবে না বলবে (একটু ন্যাকাভাবে) না বাঃ বাবা আমি কারাপ্টেড দেশে যাব না । সেখানে আমার শ্লীলতাহানী হয়ে যাবে । যাক্ প্রসঙ্গে আসা যাক ।

দেখেছেন কথা বলতে বলতে একেবারে অন্যপথ । কোথায় পাঁঠা আর চারাগাছ কোথায় দেশ আর শান্তি । এযেন যাব মামার বাড়ি আর চলে গেলাম মানিকদার শশুর বাড়ি । মানিকদার সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পরে অবশ্যই পাবেন । কথা না বাড়িয়ে পাঁঠা ও চারাগাছের সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা যাক ।

পাঠা আর চারাগাছের সম্পর্কটা খুব মধুর । যখন পাঁঠা কোন চারাগাছ দেখে তার ইচ্ছে হয় যদি একবার কাছে পাই দেখিয়ে দেব বীরত্ব কাকে বলে । আর পাঁঠা যখন নিঃশব্দে আধবোজা চোখ করে চারাগাছটিকে মুখে ফেলে জাবর কাটে তখন পাঁঠাকে দেখে বলা যেতে পারে এই সম্পর্ক কত ডিগ্রী ক্রশ করেছে। শুধু মাত্র পাঁঠা চারাগাছের কাছে যায়

একথা ভুল চারাগাছও বাড়ির বেড়া টপকে ছাগলের কাছে হাতটা বারিয়ে দেয় । একথাটা একটু পরে আলোচনা করবো ।

মানিকদা হলেন আমাদের পাশের বাড়ি এক নামী দামী ভদ্রলোক । বাড়িতে তিনজনের সংসার কত্তা, গিন্নী এবং একটি মেয়ে । সম্প্রতি মেয়ে রূপী চারাগাছটির জন্য একটি পাঁঠার সন্ধান চলছে । সরি একটু ভূল হল , এভাবে না বলে অন্যভাবে বলা যেতে পারত । প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে কেউ না কেউ এসে হাজির হচ্ছে আর চলে যাচ্ছে । সেই ছোট থেকে দেখছি মানিকদা কত কষ্ট করে চারাগাছটিকে বড় করেছেন । সবসময়ে পাহারা কোন পাঁঠা না মুখ দিয়ে যায় । গেলেই ব্যাস গাছ ভালো হবে না । ফলও হয়ত ভালো হবে না । চারাগাছটি বেড়ার বাইরে মাঝে মধ্যে বেরুতে চায় কিন্তু মালীর পাকা নজরে ধরা পরে যায় । মালীর সর্বদা একই চিন্তা যদি কোন পাঁঠা আমার গাছটায় মুখ দেয় ।

কি আশ্চর্য এই মালী নিজে একটা পাঁঠাকে ধরে এনে সবে কুঁড়ি আসা চারাগাছটার সামনে বসাবে , পরে পাঁঠার সঙ্গে বেধে দেবে । পাঁঠাটি মনের সুখে চারাগাছটির উপর অত্যাচার করবে , খাবে ছিড়বে আর সেই মালী বসে বসে দেখবে আর মনকে সান্ত্বনা দেবে । মালী ভাববে দুটো কথা- ১/ যাক গাছটিকে যথাস্থানে পৌছে দিয়েছি ২/ নিজেই নিজের প্রানের চেয়ে প্রিয় জিনিসটা বিসর্জন দিলাম ।

এটা হল পাঁঠা যায় চারাগাছের কাছে । আবার গাছও পাঁঠার কাছে আসতে চায় । এইতো তরুনের বোন কি একটা পরাশুনা করতে করতে হঠাৎ বিয়ে করে ফেলল , শুনেছি পাঁঠাটি বেশ ভালো । দেখা যাক তরুনের বোন কতদিন পর্যন্ত জবাই করতে পারে ।

আর নয় , অনেক হল পাঁঠার আলোচনা । আর পাঁঠার মত পাঁঠার আলোচনা নাইবা করলাম । পাঁঠার আলোচনা করে আমি কি কোন পাঁঠাকে মানুষ করতে পারবো । পাঁঠা পাঁঠাই থাকবে যতই তাকে বোঝাও না কেন ? আমিও সত্যিই পাঁঠা কারন পাঁঠাদের মানুষ করার কথা ভাবছি । আর আপনি আর এক পাঁঠা যে পাঁঠাদের মানুষ করার কথা পড়ছেন ।

আয় তবে সহচরা
হাতে নেব এই ধরা
করিব পাঁঠাদের
মনুষত্ব্য দান ।